[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হত্যা করা হয়।

পরবর্তীতে নিহত ছাত্র রোকনের পিতা জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট দামুড়হুদা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করতে আসেন। কিন্তু পুলিশ ওই মামলা গ্রহন না করে তাকে থানা থেকে বের করে দেয়া হয়।

পরবর্তীতে তিনি আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালতে মামলা করার পর বাড়তে থাকে হুমকির মাত্রা। এমপি আলী আজগার টগরের নির্দেশে ওসি সুকুমার বিশ্বাস তাকে অব্যহতভাবে ক্রসফায়ারের হুমকি দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে পুলিশ গভীর রাতে তাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নেয়।

পরবর্তীতে তার চোখে কালো কাপড় বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ক্রসফায়ারের হুমকি দেয়া হয়। অব্যহত হুমকির মুখে জীবন বাঁচাতে তিনি বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। ৫ আগস্ট জনরোষের মুখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পরপরই আত্মগোপনে চলে যায় এমপি আলী আজগারসহ তার পুরো ক্যাডার বাহিনী। পরবর্তীতে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাড়ি ফিরে আসেন জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিক। হত্যা ঘটনার পাঁচ বছর পর গত ৩ অক্টোবর দামুড়হুদা আমলী আদালতে ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন তিনি। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরকে।

এ মামলার অপর আসামীরা হলেন দামুড়হুদা মডেল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস, সাবেক ওসি (তদন্ত) কেএম জাহাঙ্গীর, সাবেক এসআই তপন কুমার নন্দী, সাবেক এসআই শেখ রফিকুল ইসলাম, কনস্টেবল দিপু গাঙ্গুলী, খালিদ মাসুদ, নজরুল ইসলাম, শফিউর রহমান, ফিরোজ ইকবাল, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে মাসুম, একই গ্রামের মৃত আইজাল মল্লিকের ছেলে আলীহিম, আলী মিয়ার ছেলে সুমন, আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাজিব ও সজল।

দামুড়হুদা আমলী আদালত-২ এর বিচারক মোঃ. মোস্তফা কামাল মামলাটি আমলে নিয়ে ঝিনাইদহ পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলা নং- ৫৬৮/২০২৪, তারিখ-০৩/১০-২০২৪।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জের বিরুদ্ধে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ তদন্ত কমিটির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে মারধর ও অর্থবাণিজ্যের গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তীত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছেন। কমিটি লিখিত স্বাক্ষতকার গ্রহণ করেছেন অনেকের। মিলতে শুরু করেছে ঘটনার সত্যতা। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মধ্যস্থতাকারি সাইফুল ইসলামকে পেলে পরিষ্কার হবে ৯৫ হাজার টাকার ভাগ কে কত নিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে পিকাপভ্যানসহ ঢাকা ধামরাইয়ের ৪ জনকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় দেনদরবার করে নেহালপুর গ্রামের সাইফুলের মাধ্যস্থতায় আটককৃতদের ছেড়ে দেবার গুরুত্বর অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএমকে প্রধান করে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

গতকাল বুধবার ২৫ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে তদন্ত কমিটির প্রধান ঘটনাস্থল পরির্দশন করেন এবং অনেকের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে আছেন সোরাফ হোসেন, বোন রেহেনা ওরফে জয়নব, রেহেনার মেয়ে রিক্তা খাতুন।

লিখত বক্তব্যে প্রত্যেকেই জানান, ঢাকার মেহমানরা পিকাপ নিয়ে গত শুক্রবার ৪ জন তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। রাত সাড়ে ৩টার দিকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই রকিবুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আটক করার সময়